রোকাইয়া হাসিনা নীলি

রোকাইয়া হাসিনা নীলি এদেশের একজন প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী। তাঁর বাবা রাশীদুল হাসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। তিনি রবীন্দ্র সংগীতের ভক্ত ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর বড় মেয়ে একজন রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী হবে। তাই শিল্পীর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তিনি তাঁর মেয়ের জন্য একজন গানের গৃহ শিক্ষক রাখেন। শিল্পীর দুর্ভাগ্য যে, তাঁর বাবা ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বার মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি আলবদর ও রাজাকারদের হাতে শহীদ হন। বাবার ইচ্ছা পূরণ করতে প্রতিকূলতার মধ্যেও শিল্পী সংগীত চর্চা অব্যাহত রাখেন। ছায়ানট সংগীত বিদ্যায়তন থেকে সংগীতে পাঁচ বছরের কোর্স সম্পন্ন করেন। প্রয়াত আবদুল আহাদ ও ড: সনজিদা খাতুনের অতি প্রিয় ছাত্রী ছিলেন এই শিল্পী। শিল্পী শুদ্ধ উচ্চারনে রবীন্দ্র সংগীত গাওয়ায় কণিকা বন্দোপাধ্যায় তাঁকে মূল ক্ষেত্র হিসেবে রবীন্দ্র সংপীত শিল্পী হতে বলেন। বিবাহের পর স্বামীর সাথে চার বছর আমেরিকাতে থাকেন। সেখানে এবং কানাডায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান করেন।

১৯৮৮ সালে ঠড়রপব ড়ভ অসবৎরপধ (ঠঙঅ) শিল্পীর সাক্ষৎকার প্রচার করে। ১৯৮৯ এর ২৭শে মে নিউ জার্সিতে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র মেলায় শিল্পী রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন। ঐ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত শিল্পী ছিলেন ডঃ সানজিদা খাতুন ও বনানী ঘোষ। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্তির ৭৫তম বর্ষ উপলক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে নিউ ইয়র্ক সিটিতে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় রোকাইয়া হাসিনা একক সংগীত পরিবেশন করেন।

রোকাইয়া হাসিনা নীলি বাংরাদেশ টেলিভিশন ও বেতারে বিশেষ গ্রেড মর্যাদা প্রাপ্ত শিল্পী। সম্প্রতি বাংলা রেডিও অষ্ট্রেলিয়া ও ভয়েস অব বাংলাদেশ রেডিও, সিডনী, শিল্পীর গান প্রচার করে। শিল্পী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমন্ত্রণে রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তীতে গত ৯ ও ১০ মে কোলকাতার রবীন্দ্র সরণিতে গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। শিল্পীর মোট তিনটি গানের এ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় এ্যালবামের গানগুলো বিভিন্ন ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে (মড়ড়মষব: জড়য়ঁধরুধ ঐধংরহধ)। শিল্পীর চতুর্থ গানের এ্যালবাম, কি সুর জাগাও, আগামী জুনে প্রকাশিত হবে।

রোকাইয়া হাসিনা মূলতঃ রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী। তবে তিনি অতুল প্রসাদ, দ্বিজেন ও আধুনিক গানও গেয়ে থাকেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি সচেষ্ট। শিল্পী সংগীত বিদ্যায়তন ছায়ানট ও রবীন্দ্র শিল্পী সংস্থার সাথে জড়িত আছেন। রোকাইয়া হাসিনা তাঁর দুকন্যা নিয়ে স্বামী অধ্যাপক ডঃ শহীদুল হাসানের সাথে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় থাকেন।